JUL 19 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

# বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিম্নমুখী

সফিউল আলম রাজা

দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল কাজ 'শিক্ষা ও গবেষণা' হওয়া সত্ত্বেও শুধু শিক্ষাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে এর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি সেশনজটের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় স্নাতক পর্যায়ের সব শিক্ষা কার্যক্রমই বিপর্যস্ত। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ চিত্র ফুটে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ায় আশানুরূপ 'দক্ষ ও জ্ঞানী' মানব সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না। একইভাবে উচ্চ শিক্ষার মান বজায় রাখার প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ করাও সম্ভব হচ্ছে না। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচন করার কাজটি যথাযথভাবে প্রতিপালন সম্ভব হচ্ছে না। মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশমালায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার জন্য শিক্ষক বাছাই মেধার ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। আপগ্রেডিং সিস্টেমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা অনুসরণ করা, বাজারের চাহিদা ও আর্থিক সংস্থানের দিক লক্ষ্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারিত করা এবং উচ্চশিক্ষা খাতে বিশেষ করে গবেষণা খাতে সরকারের অর্থ মঞ্জুরি বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মঞ্জুরি কমিশন

## মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্ট

### ক্যাম্পাস ও অবকাঠামোবিহীন প্রাইভেট ভার্সিটি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত করছে

উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, ক্যাম্পাসহীন ও প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোহীন বেশকিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। বিশেষত বর্তমানে শিক্ষক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কর্মসূচি বিঘ্নিত হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়, দেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযোগী শিক্ষার্থী সংখ্যা ও উচ্চ শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাদান কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা যায়নি। এজন্য সরকারি স্বল্প অর্থ বরাদ্দের কারণে মঞ্জুরি কমিশন তা করতে পারছে না। বিগত ১০ বছরে বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ না বেড়ে বরং দিন দিন তা কমছে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ভবন নির্মাণ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, বই সামগ্রিকী, যন্ত্রপাতি এবং চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটার সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

মঞ্জুরি কমিশন বলেছে বিভাগগুলোর মান নির্ধারণের রেটিং হওয়া উচিত। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সুনির্দিষ্ট হবে এবং প্রদত্ত ডিগ্রির সমতা বিধান ও মান নির্ধারণ করা সহজ হবে। মঞ্জুরি কমিশন তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেছে।